ইক্বামত বলার সময় দাঁড়ানুর সুন্নাত তরিকা

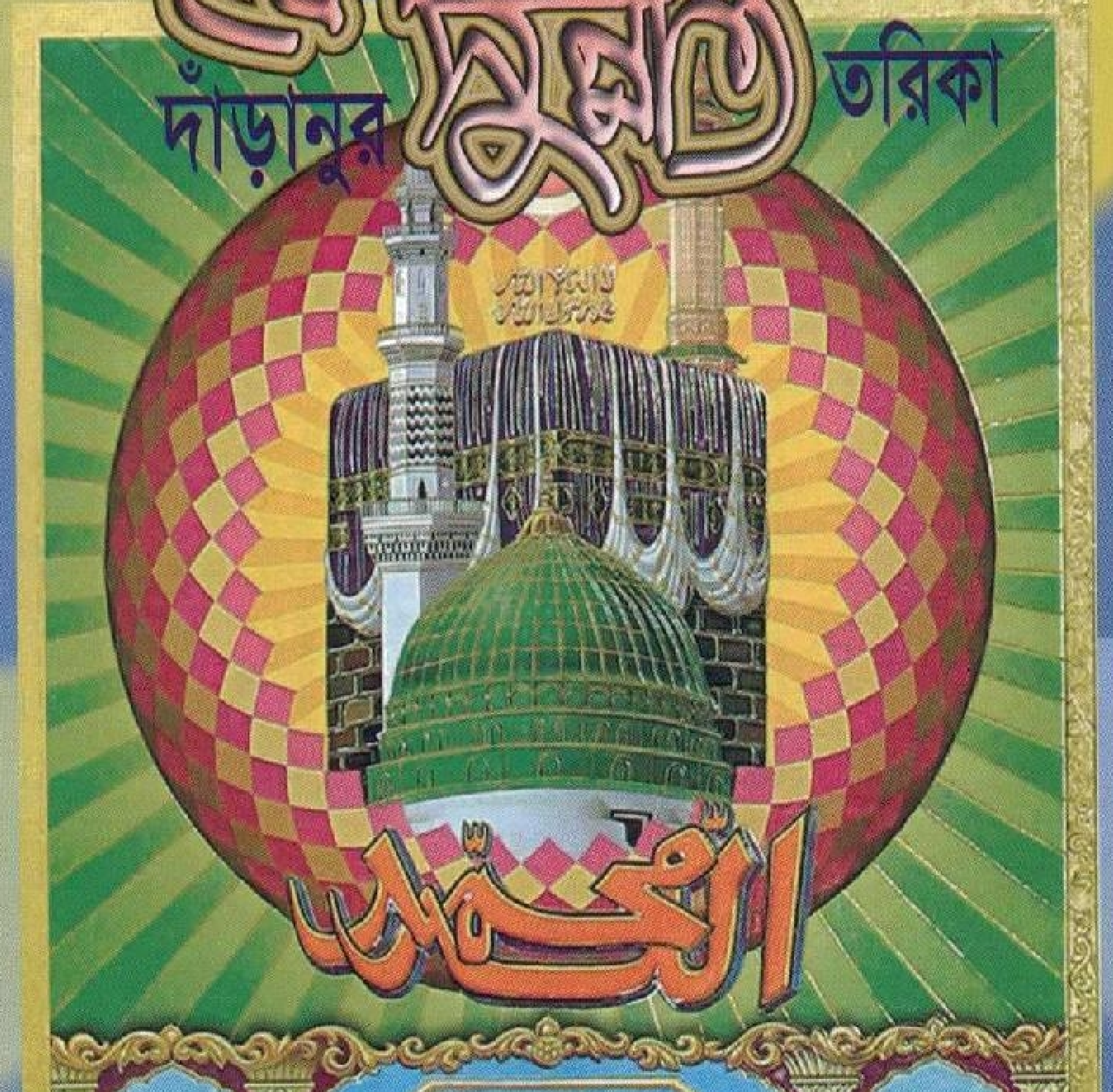

সংকলক ঃ
অধ্যক্ষ মুফতি আলহাজ্ব এ.টি.এম নূর উদ্দিন জংগী

ইক্বামত বলার সময় দাঁড়ানুর সুন্নাত তরিকা

সুন্নাতের বিরোধী কাজ হতে বিরত থাকুন, শরহে বুখারী মুসলিম সহ নির্ভরযোগ্য বহু কিতাবের দলিল পড়ুন।

সংকলক ঃ

অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মুফতি আবু তাইয়্যিব মোহাম্মদ নুর উদ্দিন জংগী

সাবেক প্রিন্সিপাল, দারুল ইসলাম রহমানিয়া ফাজিল আলিয়া মাদ্রাসা, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ

সাবেক প্রিন্সিপাল, গাউছিয়া একাডেমী, ওল্ডহ্যাম, যুক্তরাজ্য

প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়রম্যান, গুলজারে মদিনা গাউছিয়া জালালিয়া নুর উদ্দিন জংগী সুন্নী একাডেমী কমপ্লেক্স, সোয়াইয়া, বাহুবল, হবিগঞ্জ।

প্রকাশক ঃ-
★ Alhaj Muhammed Suruk Miah
40, Mackintosh place
CARDIFF.CFZ44RQ
Tel-02920492306
★ Alhaj Muhammad Abdul Mannan
60, DIANA STREET. ROATH
CARDIFF. CF2 44TW. UK
TEL : 02920471857

প্রথম প্রকাশ ঃ-
১ লা মে, ২০০৯ ইংরেজী সন
সর্বসত্ব লিখক কর্তৃক সংরক্ষিত।

হাদিয়া ঃ-
£ 1.00 ২০ টাকা মাত্র।

প্রচ্ছদ ঃ
মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান
+৮৮ ০১৭১২ ০৭১৭৫১

বর্ণ বিন্যাস ঃ
আল্পনা গ্রাফিক্স, কালীবাড়ী ক্রস রোড, হবিগঞ্জ।

মুদ্রণ ঃ
অজুফা অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, হবিগঞ্জ।
চিড়াকান্দি রোড, বা/এ, হবিগঞ্জ।
+৮৮ ০১৭২৬ ৬৬০৭১৯

প্রকাশনায় যাঁরা সহযোগিতা করিয়াছেন

গোলাম রাশেদ চৌধুরী (হিমন)
পোষ্ট মাউথ ইউ,কে।

মোঃ ছাইফুল হাছান (শায়খুল)
পোষ্ট মাউথ ইউ,কে।

মাওঃ নজরুল ইসলাম সিদ্দিকী
প্রিন্সিপাল, গুলজারে মদীনা সুন্নী কমপ্লেক্স
সোয়াইয়া, বাহুবল, হবিগঞ্জ।

প্রাপ্তিস্থান ঃ

মামুন রেজা লাইব্রেরী
ফায়ার সার্ভিস রোড, হবিগঞ্জ।
মোবাঃ ০১৭১০২২৬৫৮৮

রহমানিয়া বইঘর
রাজা ম্যানশন (২য় তলা),
জিন্দাবাজার, সিলেট।
মোবাঃ ০১৭১৬৮৪৭৫৫৪

হাজী ছরুক মিয়া, কার্ডিফ ফুন ঃ ০২৯২০ ৪৯২৩০৬
হাজী আঃ মান্নান, কার্ডিফ ফুন ঃ ০২৯২০-৪৭১৮৫৭

দোয়া ঃ

আমার মরহুম পিতা হাজী মোঃ ছৈদ মিয়া, ও আমার মরহুমা জননী মুছাম্মৎ কনা বিবির রুহের মাগফিরাত কামনায়, এই কিতাবখানা ছাপিয়া প্রকাশ করিলাম। আল্লাহ পাক যেন এই দ্বীনি খেদমতের উছিলায় আমার পিতা মাতাকে জান্নাত দান করেন।

পাঠক মহলের নিকট সবিনয় এই দোয়া কামনা করছি।

আরজ গোজার ঃ
হাজী মোহাম্মদ ছরুক মিয়া
প্রকাশক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَقُوْمُوا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ۔ اَلْقُرْاٰنُ الْكَرِيْم

পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, পালন করার আদেশ জারী করেছেন। উক্ত নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত পালনের বিস্তারিত বর্ণনা কে করলেন ? উত্তরে অবশ্যই বলতে হবে, "শরিয়ত বা বিধানদাতা স্বয়ং আল্লাহ পাক এবং উক্ত বিধান প্রবর্তক হলেন আল্লাহর প্রিয় হাবিব রাসুলে করিম (দঃ)। নামাজ কয় রাকাত ? কত ওয়াক্ত ? সিজদা কয়টি ? রুকু কয়টি ? ক্বিয়াম, ক্বিরাত, তাশাহুদ কোন সময় কি ভাবে আদায় করতে হবে ? রুযা বৎসরে কয় মাস ? হজ্জ কি ? জীবনে কত বার ? এর পদ্ধতি কি ? যাকাত কি ? কে বা কারা যাকাত দিতে হবে ? এক কথায় ইসলামের যাবতীয় বিস্তারিত বিষয়াদির ফায়ছালা পদ্ধতি পবিত্র কুরআনেরই ব্যাখ্যা, পবিত্র হাদিস শরীফ যাহা রাসুলে পাক (দঃ) এর বাণীতে বর্ণিত হইয়াছে আর হাদিস শরীফও ওহী, কেননা কুরআনে বর্ণিত ঃ-

مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى۔ اَلْقُرْاٰن

অর্থাৎ ঃ- রাসুল (দঃ) নিজ থেকে কিছুই বলেন না, বরং তিনি যাহা বলেন তাহা ওহী হতে প্রাপ্ত হয়েই বলেন। (আল কুরআন)

مَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا۔ اَلْقُرْاٰن

অর্থাৎ ঃ- হে মুমিনগণ! রাসুল (দঃ) যাহা আদেশ এবং পদ্ধতি দান করেন, তাহাই তোমরা পালন কর এবং তিনি যাহা নিষেধ করেন, তাহা পরিত্যাগ কর। (আল কুরআন)

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন ঃ-

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ۔ اَلْقُرْاٰن

অর্থাৎ ঃ- রাসুলুল্লাহ (দঃ) এর অনুসরণ-ই আল্লাহর অনুসরণ।

তাই ইসলামী শরিয়ত বা বিধান বুঝতে হলে শুধু কুরআন শরীফের আয়াতের তরজমা বুঝলে হবে না, বরং হাদিস বুঝতেই হবে, কারণ, কুরআন

হলো مُجْمَلْ অর্থাৎ ঃ- অতি সংক্ষিপ্ত আর হাদিস হলো مُفَسَّرْ অর্থাৎ ঃ- ব্যাখ্যা।আবার কেবল হাদিস শরীফ দ্বারাও ফতোয়া জারী হবেনা, বরং হাদিস বিশারদ মাজহাবের ইমাম মুজ্তাহিদ ও ফকিহ্গণের অনুসরণ করতেই হবে, সে জন্যই মাজ্হাব মানা ফরজ। কারণ, হাদিস সবগুলো এক রকম সহিহ্ নয়, বরং ضعيف -দূর্বল, موضوع -বানোয়াট, ناسخ -রহিতকারী, منسوخ -রহিতকৃত ইত্যাদি অত্যন্ত জটিল বিষয়াদি রহিয়াছে, যাহা رَاسِخُونْ অর্থাৎ ঃ- দ্বীনের মহা বিজ্ঞ ইমাম মুজতাহীদীনগণ ছাড়া কেহ বুঝবেন না। সে জন্যই আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ-

اِهْدِنَا الصِّرٰةَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۔ اَلْقُرْاٰنْ

অর্থাৎ ঃ- তোমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনাকর, হে আল্লাহ! আমাদেরকে ঐ সকল মানুষের পথ দেখাও যে সকল মানুষকে তুমি নীজে পুরস্কার দান করেছ। (আল-কুরআন)

আল্লাহর পথ পেতে হলে , আল্লাহর পুরস্কার প্রাপ্ত বান্দাদের পথ তালাশ করতে হবে, সেটাই কুরআন ও আল্লাহর পথ "সিরাতুম্মুছতাক্বিম" বা "সঠিক পথ"। আর আল্লাহর পুরস্কার প্রাপ্ত বান্দা হলেন চার দল মানুষ, তাহাও পাক কুরআনে বর্ণিত হইয়াছে ঃ-

اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۔ اَلْقُرْاٰنْ

অর্থাৎ ঃ- স্বয়ং আল্লাহ পাক তাঁর পুরস্কার দান করেছেন আম্বিয়া (নবীগণ), সত্যবাদীগণ (সাহাবীগণ), শুহাদাগণ বা শহীদগণ (যারা আল্লাহর পথে জীহাদ করে জীবন কুরবান করেছেন), ছালেহিন বা আউলিয়াগণকে। (আল কুরআন)

১) আম্বিয়া, ২) সাহাবা, ৩) শুহাদা, ৪)আউলিয়া, এই চার দল মানুষের পথই ইসলামী শরীয়ত বা আল্লাহর বিধান। এই চার দলকে অনুসরণ করাই আল্লাহর কুরআন অনুসরণ করা, কারণ তাঁরা আল্লাহর পুরস্কার পেয়েছেন সঠিক পথে পরিচালিত হয়ে। তাদের বিপরীত সকল পথই গুমরাহী এবং পাক কুরআনের অপব্যাখ্যা যেমনঃ- খারেজী, শিয়া, ওহাবীরা কুরআনের পথ দেখায়, কিন্তু ওসব মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর মনগড়া অপব্যাখ্যা।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ-

يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًاوَّ يَهْدِىْ بِهٖ كَثِيْرًا۔ اَلْقُرْاٰنْ

অর্থাৎ ঃ- এই কালাম মাজিদ (কুরআন) অপব্যাখ্যা করে অসংখ্য মানুষ পথভ্রষ্ট বেঈমান হয়ে যাবে আবার এই কুরআন পাঠ করে ও সঠিক ব্যাখ্যা করে অসংখ্য মানুষ সঠিক পথ পেয়ে হেদায়াত প্রাপ্ত এবং আল্লাহর প্রিয় পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ্য হয়ে যাবে। (আল কুরআন)

তাই আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ-

فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِاِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۔ اَلْقُرْاٰنْ

অর্থাৎ ঃ- হে মুমিনগণ! তোমরা যে সকল বিষয় বুঝনা তাহা প্রকৃত দ্বীনের সমঝদার ইমাম মুজতাহীদিনকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও, এবং তাঁদের নির্দেশিত পথে চল। (আল কুরআন)

আল্লাহ পাক ইমাম মুজতাহিদগণকে অনুসরণের জন্য পাক কালামে অন্যত্র ইরশাদ করেছেন ঃ-

اَطِيْعُ اللّٰهَ وَاَطِيْعُ الرَّسُوْلَ وَاُوْلِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ۔ اَلْقُرْاٰنْ

অর্থাৎ ঃ- হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ পাক ও তার রাসুল (দঃ) কে এবং তোমাদের মধ্যে যাঁরা ছাহেবে আমর বা অনুসরণ যোগ্য (ইমাম মুজতাহিদ আউলিয়াগণ) তাদেরকে অনুসরণ কর। (আল কুরআন)

বেরাদরানে মিল্লাত!

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হল নবী, সাহাবী, শুহাদা, আউলিয়াগণ ব্যতিত কুরআন ও শরীয়তের সঠিক পথ পাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। সে জন্যই মাজহাব মানা ফরজ।

বলা বাহুল্য ইদানিং নুর নবীজি (দঃ) এর ভবিষ্যত বাণীর বাস্তব রূপ হিসেবে তথা কথিত খারেজী, ওয়াহাবী, মওদুদীবাদীরা শুধু কুরআনের তরজমা ছাড়া আর কিছু মানতে চায়না। ওরা মাজ্হাব, আউলিয়া মানেনা, আবার নজ্দী ও মওদুদী আর পথভ্রষ্ট ইবনে তাইমিয়া ব্যতিত হাজার বৎসর সুদীর্ঘ পথের দিশারী অসংখ্য জগৎ বরেণ্য ইমাম, মুজতাহিদ, আউলিয়া কাউকেই মানে না। (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)

তাই লা-মাজহাবী, খারেজী, ওয়াহাবী ও শিয়া পথভ্রষ্ট আলেম নাম ধারীদের ধোকা হতে ইমান-আমল রক্ষা করা আজকাল সাধারণ মুসলমানের জন্য মহা মুস্কিল হয়ে দাড়িয়েছে।

হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ) বর্ণনা করেন "যে ব্যক্তি রাসুল (দঃ) এর একখানা হাদিস অমান্য করে, সে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে পৌছে যায়। (মুনাকিবে ইবনে জাওজী)

হুজুরে পাক (দঃ) ইরশাদ করেন, "ফিৎনাও ফাসাদের জামানায় আমার একটি হাদিসকে আঁকড়ে ধরে আমলকারী ব্যক্তি একশত শহীদের ছোয়াব পাবে। (বায়হাকী শরীফ, মিশকাত শরীফ)

বিশ্ববাসী মুসলিম জাতী আজ সারা দুনিয়ায় লাঞ্চিত-বঞ্চিত হওয়ার কারণ ও একটাই আর তা হলো, আমরা নবীজি (দঃ) এর সুন্নাত থেকে অনেক দূরে।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوْلِ اللّٰه اُسْوةٌ حَسَنَةَ۔ اَلْقُرْاَنْ

অর্থাৎ ঃ- তোমাদের জন্য রাসুল (দঃ) এর মধ্যে রয়েছে অতি সুন্দরতম মহান আদর্শ।(আল কুরআন)

আল্লাহর বাণী অনুযায়ী আমল করার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা হলো "রাসুল (দঃ) এর পদাঙ্ক অনুসরণ।" কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকাল অযোগ্য ব্যক্তিদের দুনিয়া লোভী স্বার্থের কথায় কর্ণপাত করে আমরা নবী পাক (দঃ) এর কালজয়ী আদর্শ হতে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছি। বিশেষ করে আমরা যে সমাজে বসবাস করি এই বাংলা সমাজে আজ লেবাসী মৌলভীদের দৌরাত্ম্য চলছে। কন্ঠআর গলাবাজীর রমরমা ব্যবসায়ী মৌলভীরাই আজ বাংলাদেশে বেশী ফায়দা লুটতেছেন, যা অন্য কোন মুসলিম দেশেই নেই লন্ডনে ইসলামী আন্তর্জাতিক সুন্নী কনফারেন্সে নিজে দেখেছি কোন সুরেলা বক্তব্য নেই, যেখানে বিশ্ব বরেণ্য ১৯ টি দেশের ডক্টর, আল্লামা, মুহাদ্দিস ও মুফ্তিগণ থাকেন, ওখানে কন্ঠের কোন আকর্ষণ নেই। যত আকর্ষন এই সোনার বাংলার ধুম পাবলিকদের কাছেই। বিশেষ করে বেশীর ভাগ মসজিদ সমূহে ইমামের যোগ্যতা যাচাই করা হয় তার কন্ঠ দিয়ে! অথচ ইমাম সাহেবের যোগ্যতার এক

নম্বর মান দন্ড হলো বিশুদ্ধ তিলাওয়াত ও দ্বীনি ইলিম বা জ্ঞান। সেদিকে মুসল্লিয়ানগণ খুব কমই নজর দেন। বিশেষ করে এটা হয় আমাদের বাংলাদেশে। ইমাম যত কম পয়সায় রাখা যায় সেই মানসিকতাও বেশির ভাগ মসজিদ কমিটির মধ্যে বিরাজ করে। যার ফলে শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞ, কন্ঠসার, খারেজী, ওয়াহাবী, নিমুল্লারা আজ বাংলা তরজমা পড়ে পড়ে খতিব, আল্লামা, মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সিরে কুরআন ইত্যাদি অতি উচ্চ মানের লক্বব বা উপাধি ধারণ করে নগদ ফায়দা লুটতেছে এবং সুন্নাত বিরোধী, মাজহাব বিরোধী, মাকরুহ কাজ সমূহ সাধারণ মুছাল্লিয়ানদেরকে দিয়ে করাচ্ছেন। (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)

সম্মানিত মুছাল্লি ছাহেবান!

জামাতে নামাজ শুরু হওয়ার পূর্বে, মুয়াজ্জিন ইক্বামত শুরু করার সময় অনেক মসজিদের ইমামগণ ঘোষণা দিয়ে থাকেন, "কাতার সোজা করুন" সাথে সাথে হাজার হাজার মুসাল্লিয়ান তখনই দাঁড়িয়ে যান। এটা ইদানিং অসংখ্য মসজিদে রেওয়াজ বা প্রথায় পরিণত হইয়াছে। অথচ শরীয়ত মতে, হাদিস ও অসংখ্য ফেকাহের কিতাবে বর্ণিত আছে, "মুয়াজ্জিন হাইয়্যা আলাস সালাহ বলার পূর্বে ইমাম-মুছাল্লি কেহই দাড়াঁতে পারবেন না, দাড়াঁলে মাকরুহ ও খেলাপে সুন্নাত বা হাদিস বিরোধী কাজ হবে এবং মাজহাব (হানাফি) এর খেলাপ কাজ হবে। মুয়াজ্জিন যখন হাইয়্যা আলাস সালাহ বলেন তখনই দাড়াইয়া কাতার সোজা করা সুন্নাতে রাসুল (দঃ)। ইসলামী আইন শাস্ত্র তথা কুরআন, হাদিসের বিশ্লেষণের নামই ফিক্বাহ। আর চার মাজহাবের অসংখ্য কিতাবে নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত আদায়ের যাবতীয় পদ্ধতি নিয়ম কানুন, মাছআলা আকারে লিখা আছে। মনগড়া কোন কাজ ইসলামে নেই আর মনগড়া কাজ করার আদেশ দেওয়ার ক্ষমতাও কারও নেই, কোন আলেম বা ইমামেরও নেই।

এবার প্রশ্ন হতে পারে যে, "হাইয়্যা আলাস সালাহ বলার পূর্বে দাড়াঁলে মাকরুহ হয় দলিল কোথায় ?

উত্তরে বলব "আসুন ছহিহ কিতাবগুলি পড়ি ও সঠিক মাসয়ালা শিখি এবং মাকরুহ পরিহার করি।"

ইক্বামতের সময় দাড়াঁনো ও কাতার সোজা করার সময় সম্পর্কে হাদিসে রাসুল

প্রিয় মুছাল্লি ভাই সাহেবান!

ইক্বামত বলার সময় কখন দাড়াঁইয়া কাতার সোজা করতে হবে তাহা শরীয়তের প্রবর্তক স্বয়ং রাসুলে পাক (দঃ) হাদিস শরীফে উল্লেখ করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামগণ তাহাই আমল করেছেন।

নিম্নে সংক্ষেপে কয়েকখানা ছহিহ্ হাদিস তরজমা সহ বর্ণনা করা হলো ঃ-

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ ابراهِيْمُ قَالَ حَرَّثَنَا هِشَامُ قَالَ كَتَبَ اِلَيَّ يَحْيَىْ عَنِ ابِيهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وسلَّم اذا اُقِمَتِ الصَّلوةُ فَلَا تَقُوْمُواْ حَتَّى تَرَوْنِىْ بُخَارِىْ شريف جلْد بَابُ مَتٰى يَقُوْمُو النَّاسُ اِذَارَأَوْ الْاِمَامَ عِنْدَ الْاِقَامَةِ۔

অর্থাৎ ঃ- রাসুলে মকবুল (দঃ) ইরশাদ ফরমাইয়াছেন, "হে আমার সাহাবীগণ! যখন নামাজের জন্য মুয়াজ্জিন ইক্বামত বলেন তখন তোমরা আমাকে না দেখা পর্যন্ত দাড়াঁইয়ো না। (বুখারী শরীফ, প্রথম জিল্দ, ৩য় খন্ড, ইক্বামতে মুছাল্লিগণ দাড়াঁনোর অধ্যায়)

২।

وَحدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بِنُ اَبِىْ شَيبَةَ قَالَ اخْبَرَنَا مُعاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ نَا شَيبَانُ بِهٰذَالْاِ سْنَادِ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّد بُنُ حَاتم وَعَبْدُ للّٰهِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ نَا يَحْىٰ ا بَنِ سَعَيْدٍ عَنْ حَجَّاجُ الصَّوَ افِ قَالَ نَا يحىٰ اِبْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلْمَةَ وَعَبْدِا للّٰهِ بِنِ اَبِىْ قَقَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذا اُقَمْتِ لصَّلوةُ فَلَا تَقُوْامُوْا حَتّى تَرَوْانِىْ وَقَالَ اِبْنُ حَاتِمٍ اِذَا اُقِيمَتْ اَوْنُوْدِىَ۔

অর্থাৎ ঃ- হযরত আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হতে হাদিস বর্ণিত হইয়াছে, রাসুলে পাক (দঃ) ইরশাদ ফরমাইয়াছেন, "ইক্বামতের সময় যতক্ষণ তোমরা আমাকে না দেখ, ততক্ষণ দাড়াঁইয়ো না।" ইবনে হাতিম (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, নবীজি (দঃ) ইরশাদ করেছেন, "যখনই ইক্বামত বলা হয় বা নামাজের জন্য আহ্বান করা হয়।"

(ছহিহ মুসলিম শরীফ, ১ম জিল্দ, পৃষ্ঠা ঃ- ২২০/২২১)

৩।

حَدَّثَنَا مُسْلمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ومُوسَىٰ بْنُ اِسْمَاعِيلُ قَالَ ثَنَا اَبَانُ عَنْ يَحْىٰ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي قَتَادَةَ عَنْ اَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلّٰى اللّٰهُ عَلهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اُقِمْتُ الصَّلوٰةُ فَلَاتَقُوْمُوْ حَقّٰى تَرَوْانِىْ قَالَ اَبُودَاوُدُ هكَذا رَواه اَبُو اَيُّوبُ وحَجَّاجُ الصَّوَافُ عَن يَحْىٰ وَهِشَامُ الدَّ اسْتُوائِىْ قَالَ كَتَبَ اِلَىَّ يَحْىٰ اوَرَوَاهِ مُعَاوِلِيَة بْنُ سَلَامٍ وَعَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْىٰ وَقَالَا فِيْهِ حَتّٰى تَرَوْنِىْ قَدْ خَرَجْتُ الَّا مَعْمَرُ وَرَوَاهُ اِبْنُ عُوَيْنَة عَنْ مَعْمَرَ لَمْ يَقُلْ فِيْهِ قَدْ خَرَجْتُ۔

সুনানে আবু দাউদ শরীফ, কিতাবুস্সালাত, পৃষ্ঠা ঃ- ৮০, নামাজের ইক্বামতের সময় মুছাল্লিগণ ইমামের জন্য বসে বসে অপেক্ষার অধ্যায়।

অর্থাৎ ঃ- নবীজি (দঃ) ইরশাদ ফরমাইয়াছেন, তোমরা আমাকে না দেখা পর্যন্ত ইক্বামতের সময় দাড়াঁইয়ো না।

৪।

عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ اذَا اُقِيتَ الصَّلوٰةُ فلَا تقُوْمُوا حَتّٰى تَرَوْانِىْ قَدْ خَرَجْتُ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ۔

অর্থাৎ ঃ- হযরত কাতাদা (রাঃ) হতে হাদিস বর্ণিত হয়েছে, নবী পাক (দঃ) বলেছেন,"ইক্বামতের সময় আমাকে না দেখা পর্যন্ত দাড়াঁইয়ো না।"(মিশকাত শরীফ, আযান অধ্যায়)

হানাফি মাজহাবের ফুক্বাহা ও ইমাম, মুজতাহিদগণের মতে ওপরে বর্ণিত হাদিস সমূহের ব্যখ্যা ও অভিমত

১।

قَالَ اَبُوْ حَنِيفَةَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَالْكُوْفِيُوْنَ يَقُوْمُوْنَ فِى الصَّفِّ اَذَا قَالَ حىَّ عَلَا الصَّلوٰةِ الخ۔

অর্থাৎ ঃ- ছহিহ্ মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যার কিতাবে আল্লামা ইমাম নাওয়াভী (রঃ) বর্ণনা করেন যে, হানাফি মাজহাবের ইমাম হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা (রঃ) বলেছেন, "যখন মুয়াজ্জিন হাইয়্যা আলাস সালাহ্ বলবেন, তখনই মুক্তাদিগণ দাড়াঁবেন।"

দ্রষ্টব্য : শরহে মুছলিম শরিফ, ১ম জিল্দ, পৃঃ ২২১

২)

وَالْقِيَامُ الْإِمَامِ وَالْمُؤْتَمِّ حِيْنَ قِيْلَ حَيَّ عَلَا الْفَلَاحِ۔

(দ্রষ্টব্য ঃ- শামী ও দুররুল মুখ্তার, ১ম জিল্দ, পৃষ্ঠা ঃ- ৩২২)

অর্থাৎ ঃ- ইমাম ও মুক্তাদিগণ তখন দাড়াঁবেন, যখন বলা হবে হাইয়্যা আলাল ফালাহ্।

৩) وَيَكْرَهُ لَهُ الْاِنْتِظَارُ قَائِماً وَلَا كِنْ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُوْمُوْ اِذَا بَلَغَ الْموءَ ذِّنُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

দ্রষ্টব্য ঃ- ফাত্ওয়া শামী মতবুয়া দেওবন্দ, ১ম জিল্দ, পৃষ্ঠা ঃ- ৩২২

অর্থাৎ ঃ- মুয়াজ্জিন যখন হাইয়্যা আলাল ফালাহ্ বলবেন, কেবল তখনই মুছাল্লিগণ দাড়াঁবেন, এর পূর্বে দাড়াঁইয়া যাওয়া এবং অপেক্ষা করা মাক্রুহ।

৪)

دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَهُوَ يُقِيْمُ يَقْعُدُ وَلَا يَقِفُ قَائِمًا اِلٰى وَقْتِ الشُّرُوْعِ۔ كذافى درمُختَار وفتوى بزازية۔

অর্থাৎ ঃ- একজন মুছাল্লি মসজিদে হাজির হয়ে দেখলেন মুয়াজ্জিন ইক্বামত আরম্ভ করেছেন, তখন ঐ মুছাল্লি দাড়িঁয়ে থাকবেন না বরং বসে পড়বেন নামাজ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ হাইয়্যা আলাল ফালাহ্ পর্যন্ত।

দ্রষ্টব্য ঃ- ফাত্ওয়া বাজ্জাজিয়া ও ফাত্ওয়া শামী।

৫)

اِذَا اَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِى الْاِقَامَةِ وَدَخَلَ رَجُلٌ فِى الْمَسْجِدِ فَاِنَّهُ يَقْعُدُ وَلَا يَنْتَظِرُ قَائِماً مَكْرُوْهٌ۔

অর্থাৎ ঃ- যখন মুয়াজ্জিন ইক্বামত আরম্ভ করবেন তখন যদি কোন মুছাল্লি মসজিদে আগমন করেন তবে তিনি বসে পড়বেন, তখন দাড়িঁয়ে থাকা মাকরুহ।

দ্রষ্টব্য ঃ- তাহতাভী আলা মারাকিল ফালাহ্, মাতবুয়া ক্বাছতান তানিয়া, পৃষ্ঠা ঃ- ১৫১

৬) وَيُفْهَمُ مِنْهُ كِرَاهَةُ الْقِيَامِ فِى اِبْتِدَاءِ الْاِقَامَةِ وَالنَّاسُ عَنْهُ غَافِلُوْنَ۔

অর্থাৎ ঃ- ইক্বামত শুরু হওয়া মাত্র দাড়ানো মাকরুহ, ইহা বুঝা এবং পরিহার করা দরকার। কারণ, এ বিষয়ে সাধারণ মানুষ একেবারেই জানেন না। দ্রষ্টব্য ঃ-মুজমারাত।

৭)

اِذَادَخَلَ الْمَسْجِدَ يُكْرَهُ لَهُ الْاِنْتِظَارُ الصَّلٰوةِ قَائِماً بَلْ فِى مَوْضِعٍ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُوْمُوْا عِنْدَ حَيَّ عَلَا الْفَلَاحِ۔

অর্থাৎ ঃ- যখনই কেহ মসজিদে প্রবেশ করেন, তখন দাড়িঁয়ে অপেক্ষা করা মাকরুহ বরং এক স্থানে বসে পড়বেন এবং মুয়াজ্জিন হাইয়্যা আলাল ফালাহ্ বললে দাড়াঁবেন।

দ্রষ্টব্য ঃ-উমদাতুর রেয়াআহ্ হাশিয়া, শরহে বেক্বায়াহ্ ১ম জিল্দ পৃষ্ঠা ঃ- ১৩৬

৮) وَيَقُوْمُوْ الْاِمَامُ وَهُوْمَ اِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ عِنْدَ عُلَمَاءِ نَا الثَّلَاثَةِ اه۔

অর্থাৎ ঃ- ইমাম ও মুক্তাদিগণ সকলেই ঐ সময় দাড়াঁবেন যখন মুয়াজ্জিন বলবেন হাইয়্যা আলাল ফালাহ্ ইহাই ছহিহ্ শুদ্ধ মাসআলা এবং হানাফি মাজহাবের তিনজন ইমাম যথা ঃ-

১) হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা (রঃ), ২) হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ), ৩) হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) এর অভিমত বা মাজহাব। দ্রষ্টব্য ঃ- ফাত্ওয়ায়ে আলমগিরী, জামেউল মুজমারাত।

এ ছাড়া মিফতাহুল জান্নাত পৃষ্ঠা ঃ- ৩৩, মালা বুদ্দা মিনহু পৃষ্ঠা ঃ- ৪৪, মুজাহিরে হক দেওবন্দ হতে প্রকাশিত ১ম খন্ডের ৮ম পরিচ্ছেদের পৃষ্ঠা ঃ- ৩৪ অনুরুপ বর্ণনা রহিয়াছে।

কোন কোন কিতাবে পাওয়া যায় হাইয়্যা আলাস সালাহ্ বলার সময় দাড়াঁতে হবে, আবার অধিকাংশ কিতাবে পাওয়া যায় হাইয়্যা আলাল ফালাহ্ বলার সময় দাড়াঁতে হবে। এবার কথা হল এ বিষয়ে সু-সমাধানও ইমাম মুজতাহিদগণ দিয়াছেন। যেমন মাজমাউল আন্হার নামক কিতাবে বর্ণনা করা হইয়াছে ঃ- وَفِى الْوِقَايَةِ وَيَقُوْمُوْ الْاِمَامُ وَالْقَوْمُ عِنْدَ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ اِى قِيْلَةِ الصَّلٰوةِ۔

অর্থাৎ ঃ- ইমাম ও মুক্তাদিগণ হাইয়্যা আলাস সালাহ্ হতে হাইয়্যা আলাল ফালাহ্ বলার সময়ই দাড়াঁনোর কাজটা সু-সম্পন্ন করে নিবেন। হাইয়্যা আলাস সালাহ্ বলা মাত্রই দাড়াঁনো শুরু করে দিবেন এবং হাইয়্যা আলার ফালাহ্ বলা পর্যন্ত -দাড়াঁনোর কাজ সু-সম্পন্ন করে কাতার সোজা করবেন। বলা বাহুল্য, কাতার সোজা করুন বলে ইক্বামতের শুরুতে দাড়াঁনো কোন কিতাবে উল্লেখ নেই, কাজেই এটা মনগড়া মাকরুহ ও হাদিস বিরোধী খেলাপে সুন্নাত কাজ। তাই, সুন্নাত ছেড়ে মনগড়া কিছু করা বৈধ নয়।

৯) عَنْ اَبِى حَنِيفَةَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ وَيَقُومُونَ اِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ۔

অর্থাৎ ঃ- ইমাম আযম হযরত আবু হানিফা হতে বর্ণিত আছে, "যখন মুয়াজ্জিন হাইয়্যা আলাস সালাহ্ বলিবেন, তখনই মুছাল্লিগণ ও ইমাম দাড়াঁইয়া কাতার সোজা করিবেন।"

১০)

واذا اَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِى الاِ قَامَةِ ودَخَلَ فِيْ الْمَسْجِدِ فَانَّه يَقْعُدُ وَلاَ يَنْتَظِرُ فَاِنَّمَا فَاِنَّه مُكْرُوهٌ۔
كَذَافِى تَنْوِيْرُ الاَ بْصَارِ مَطْبُوْعَه قَسْطَنْطِنِيَه۔

অর্থাৎ ঃ- মুয়াজ্জিন ইক্বামত আরম্ভ করা মাত্র যদি কোন মুছাল্লি মসজিদে প্রবেশ করেন, তখন তিনি ঐ সময় দাড়িঁয়ে অপেক্ষা করা মাকরুহ্ হবে, বরং তিনি অবশ্যই বসে পড়বেন। দ্রষ্টব্য ঃ- তানবিরুল আবছার, মাত্বুয়া কাছ্তান তানিয়া, পৃষ্ঠা ঃ- ১৫১

১১)

قَالَ مُحَمَّدُ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ يَنْبَغِى لِلْقَوْمِ اِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ اَنْ يَقُوْمُوْ اِلَى الصَّلٰوةِ
فَيَصِفُّوْنَ اَوْ يُسَوُّ الصُّفُوْفَ۔

অর্থাৎ ঃ- হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) বলিয়াছেন, "মুছাল্লিগণের জন্য কর্তব্য হল, যখন মুয়াজ্জিন বলবেন হাইয়্যা আলাল ফালাহ্, তখনই দাড়াঁইয়া কাতার সোজা করবেন।"

উপরোক্ত বর্ণনা মতে দিবালোকের মত সু-স্পষ্ট হয়ে গেল যে, "হানাফী মাজহাব মতে ইকাবামত বলা শূরু হওয়া মাত্র দাড়াঁইয়া কাতার সোজা করা মাকরুহ্ এবং হাদিস বিরোধী কাজ।" (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)

তাই হানাফী মুখে দাবী করে, কাজে বিপরীত করা জঘন্য মুনাফেকী হবে। সুতরাং, কাতার সোজা করার অজুহাত দেখাইয়া সুন্নাতের খেলাপ কাজ বৈধ নয়।

অতএব হানাফী সুন্নী মুসলমানগণের প্রতি ঈমানী আহ্বান হলো, "সকলে এ বিষয়ে সতর্ক হওন এবং যে সব ইমাম ঐ মাকরুহ্ এবং খেলাপে সুন্নাত কাজ করেন এবং করতে বলেন তাদেরকে বারণ করুন। যদি কোন আলেম আমাদের এই সঠিক মাসআলা মানতে আপত্তি করেন, তা হলে উনাকে কিতাব নিয়ে আমাদের সাথে আলোচনায় বস্তে বলুন। যদি আলোচনায় আস্তে রাজি না হন এবং এই মাসআলাও না মানেন, তবে বুঝবেন ঐ ইমাম

বা আলেম লা-মাজহাবী পথভ্রষ্ট। তার থেকে ঈমান-আক্বিদা ও আমল হেফাজত রাখা সকলেরই ঈমানী দায়িত্ব বটে।

একটি প্রশ্নের সঠিক সমাধান এবং মাজহাবী ফায়ছালা

প্রশ্ন ঃ- ছহিহ্ মুছলিম শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আবু হুরায়রা হতে হাদিস বর্ণিত যে, "যখনই ইক্বামত শুরু হতো তখনই আমরা দাড়িঁয়ে কাতার সোজা করতাম এবং রাসুলে পাক (দঃ) তার হুজরা মোবারক হতে বেরিয়ে আসার আগেই আমরা কাতার সোজা করে নিতাম।"

এই হাদিস দ্বারা প্রমানিত হয় কাতার সোজা করার জন্য ইক্বামতের প্রাক্কালে দাড়াঁনো ছাহাবায়ে কেরামের সুন্নাত ? অথচ আপনার লিখা বিভিন্ন হাদিস ও ফেক্বাহের কিতাবের উদ্ধৃতি মতে বুঝা যায়, "ইক্বামতের শুরুতেই দাড়িয়ে কাতার সোজা করা খেলাপে সুন্নাত ও মাকরুহ্ কাজ। পরস্পর বিরোধী এই হাদিস ও ফিক্বাহের বর্ণনার সঠিক সমাধান কি?"

উত্তর ঃ- পরস্পর বিরোধী এই হাদিস শরীফের দ্বন্দকে হাদিসের ভাষায় বলা হয় تَعَارُضْ তা'আরুজ অর্থাৎ হাদিসে হাদিসে দ্বন্দ বা বৈপরিত্ব। মুহাদ্দিসীন, ফুক্বাহা, ইমাম, মুজতাহীদিন ঐ সকল জটিল বিষয়ের শরয়ী ও তাত্ত্বিক ইলমী ফায়ছালা বা সমাধান দিয়াছেন যাহা কোন সাধারণ মুসলমান কেন সাধারণ আলেমে দ্বীনের পক্ষেও সম্ভব নয়। সে জন্যই স্বয়ং আল্লাহ পাক ইমাম মুজতাহীদিনদের অনুসরনের নির্দেশ পবিত্র কুরআন শরীফে দিয়েছেন। ইমামগণের ফায়ছালা হলো, "নবী পাক (দঃ) ছাহাবায়ে কেরামকে ইক্বামাতের শুরুতে দাড়াঁইয়া কাতার সোজা করতে দেখে নিষেধ করেছেন قَوْلِى حَدِيْث তার নিষেধ বাণী দ্বারা। ছাহাবায়ে কেরাম সত্যই ইক্বামতের শুরুতে দাড়াঁইয়া কাতার সোজা করতেন আর তাহা ছিল নবী পাক (দঃ) এর এই নিষেধ বাণীর আগে। অর্থাৎ ছাহাবায়ে কেরাম প্রথমে ইক্বামত শুরু হওয়া মাত্রই দাড়িয়ে কাতার সোজা করতেন এবং নবীজি (দঃ) হুজরা শরীফ হতে বেরিয়ে মসজিদে হাজির হতেন এবং নামাজ আরম্ভ করতেন। অতঃপর যখন নবীজি (দঃ) ইরশাদ করলেন ঃ- اِذَااُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلَا تَقُوْمُوْ حَتّٰى تَرَوْنِىْ

অর্থাৎ ঃ- তোমরা আমাকে না দেখা পর্যন্ত ইক্বামত শুরু হওয়া মাত্র এ রকম আর দাড়াঁইয়ো না।

সাহাবায়ে কেরামের আমল ছিল فِعْلِي ফে'লী বা আমলী আর নবী (দঃ) এর হাদিসটা হলো قَوْلِي কাওলী বা আদেশবাণী, কাজেই নবী (দঃ) এর আদেশ হলো অগ্রগণ্য এবং সাহাবায়ে কেরামের ঐ আমল পরিত্যাজ্য। আল্লাহ ও তার প্রিয় হাবিবের আদেশ-নিষেধই শরিয়ত বা বিধান। রাসুলে করিম (দঃ) নিষেধ করে ফরমান জারী করলেন তোমরা আমাকে না দেখা পর্যন্ত কখনো ইক্বামত শুরু হওয়া মাত্র এরুপ আর দাড়াঁইয়ো না, তাই দাড়াঁইয়া যাওয়ার সময় হলো যখন তোমরা আমাকে দেখ। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে মুয়াজ্জিন যখন বলতেন হাইয়্যা আলাস সালাহ্ (অর্থাৎ নামাজের জন্য আস) ঠিক সেই মূহুর্তেই নবী পাক (দঃ) মস্‌জিদে নববীতে তাশ্‌রীফ নিয়ে আসতেন। তখন ছাহাবায়ে ক্বেরাম নবী (দঃ) কে দেখা মাত্র তাজিমে রাসুল (দঃ) ও নামাজের জন্য দাড়াঁইয়া কাতার সোজা করতেন। তখন হাবিবে খোদা (দঃ) তাঁর ডানে বামে নজর ফিরিয়ে কাতার সোজা হল কি না তাহা দেখতেন এবং নামাজ শুরু করতেন। এককথায় ছাহাবায়ে ক্বেরাম প্রথমে ইক্বামত শুরু হওয়া মাত্রই দাড়াঁইয়া যাইতেন। তাদের এই দাড়াঁনো ছিল নবী পাক (দঃ) এর নিষেধ বাণীর পূর্বে, নিষেধ বাণী আসলে পরে আর ও রকম না দাড়াঁইয়া নবীজিকে দেখা মাত্রই দাড়াতেন এবং কাতার সোজা করতেন, আর তা ছিল হাইয়্যা আলাস সালাহ্ বলার সময়।

অতএব, আর কোন দ্বন্দ রহিল না, হাদিস সমূহ যথাস্থানে সঠিকই আছে। আল্লাহ পাক সকলকে রাসুলে পাক (দঃ) এর অনুসরণ, অনুকরণ করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

॥ সমাপ্ত ॥

লিখক পরিচিতি

নাম ঃ– আবু তাইয়্যিব মোহাম্মদ নুর উদ্দিন জংগী
পিতা ঃ- মরহুম মোহাম্মদ সোয়াব উল্লাহ্ তালুকদার
মাতা ঃ- মুহতারামা আলহাজ্ব আমিনা খাতুন ওরফে মরিয়ম বিবি

জন্ম ঃ ২ রা জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার- ১৯৬১ খ্রিঃ, গ্রামঃ সোয়াইয়া, পোঃ ও থানাঃ- বাহুবল, জেলাঃ হবিগঞ্জ। পিতামহ মরহুম মোহাম্মদ ইউসুফ উল্লাহ্ সরপঞ্চ সাহেব ছিলেন একজন অত্যন্ত আদর্শ সামাজিক বিচারক ও বিখ্যাত সমাজপতি। মাতামহ মাওলানা শরফ আলী ছিলেন একজন দেশ বরেণ্য বুজুর্গ আলেম। লিখকের পূর্ব পুরুষগণ বানিয়াচং থানার অন্তর্গত গুনই নামক প্রাচীন গ্রামস্থ দরগাহ্ বাড়ি হইতে সোয়াইয়া আগমন করিয়া ছিলেন। যিনি প্রথমে গুনই হইতে সোয়াইয়া আগমন করিয়া ছিলেন তাঁহার নাম মরহুম শেখ হাফিজ মাহমুদ। (পৈত্রিক সুত্রে প্রাপ্ত তথ্য)

শিক্ষা জীবন ঃ প্রথমে আপন বিদূষি মাতার নিকট আরবী অক্ষর জ্ঞানসহ ধর্মীয় প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করেন। অতঃপর স্থানীয় রাসুলপুর সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসায় ভর্তি হইয়া অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হিসাবে তিনি উস্তাদবৃন্দের মনজয় করেন। ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে বানিয়াচং থানায় অনুষ্ঠিত নাদিয়াতুল কুরআন নামক ক্বেরাত প্রতিযোগিতায় তৎকালীন সমগ্র হবিগঞ্জ মহকুমার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং বৃত্তি ও ক্বেরাতে সনদপ্রাপ্ত হন। ১৯৭২ খ্রীঃ দ্বিমুড়া রহমানিয়া ফাজিল মাদ্রাসা হইতে দাখিল চূড়ান্ত পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর আলিম, ফাজিল, কামিল পর্যায়ে হাদিস ও ফিকাহ্ ইত্যাদি বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন।

কর্মজীবন ঃ প্রথমে দ্বিমুড়া রহমানিয়া ফাজিল মাদ্রাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। অতঃপর ইকড়ছই সিনিয়র মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। পর্যায়ক্রমে চুনারুঘাট দারুল ইসলাম রহমানিয়া ফাজিল মাদ্রাসা ও হলিয়ারপাড়া সিনিয়র মাদ্রাসার প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করেন। এতদভিন্ন তিনি ওয়াজ নসিহত ও বহস মুনাজারার মাধ্যমে বাতিল আক্বিদা হইতে সুন্নী মুসলমানদেরকে জাগ্রত ও সচেতন করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই সকল বিষয়ে তার অবদান সর্বজন স্বীকৃত। বর্তমানে যুক্তরাজ্যস্থ গাউছিয়া একাডেমীর প্রিন্সিপাল হিসাবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। যুক্তরাজ্যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উন্নতিকল্পে তিনি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

একই সাথে তিনি আহলে সুন্নাহ্ ইসলামী ফাউন্ডেশন-ওল্ডহাম, ইসলামী সোসাইটি অফ আহ্লুস সুন্নাহ্-লেষ্টার, আহলুস সুন্নাহ্ ইসলামী সোসাইটি-লাফভরা, আহ্লুস সুন্নাহ্ ইসলামী ফাউন্ডেশন-বার্মিংহাম, আহ্লুস সুন্নাহ্ ইসলামী ফাউন্ডেশন-ব্রাইটন, ইউ কে, ইত্যাদি সুন্নী সংগঠন সমূহের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে যুক্তরাজ্যে সুন্নীয়ত প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত আছেন। বর্তমানে যুক্তরাজ্যের পোষ মাউথ শহরে হযরত শাহ মোস্তফা (রঃ) সুন্নী একাডেমী প্রতিষ্ঠার জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

তাহার নিজ গ্রাম সোয়াইয়াতে "গুলজারে মদিনা গাউছিয়া জালালিয়া নুর উদ্দিন জংগী সুন্নী একাডেমী কমপ্লেক্স " প্রতিষ্ঠা করে উহার উন্নতিকল্পে প্রচেষ্ঠা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং এই কাজে সকলের দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার প্রিয় হাবিবের উছিলায় লিখকের সর্ব বিষয়ের প্রচেষ্ঠাকে সফল করুন। আমিন, বেহুরমাতে সাইয়্যিদিল মুরছালিন।

লিখকের অন্যান্য কিতাব

১. কোরআন সুন্নাহের আলোকে মিলাদুন্নবী ﷺ মাহফিল কি ও কেন ?
২. তুহফায়ে লাইলাতুম মুবারাকাহ্।
৩. হাক্বিকতে নুরই মুজাচ্ছাম ﷺ
৪. সত্যের নামে মিথ্যা ধোকা, দলিল প্রমাণে বানাবো বোকা।
৫. না'আতে মুস্তাফা ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ খন্ড।
৬. ইক্বামত বলার সময় দাঁড়ানুর সুন্নাত তরিকা, সুন্নাতের বিরোধী কাজ হতে বিরত থাকুন, শরহে বুখারী মুসলিম সহ ২০ খানা কিতাবের দলিল পড়ুন।
৭. শরিয়তের দৃষ্টিতে উরশ এর হাক্বিকাত ও কিছু কথা।
৮. বিশ্বনবী ﷺ এর অদৃশ্য জ্ঞান (প্রকাশের পথে)।
৯. হায়াতে নবীউল আম্বিয়া (প্রকাশের পথে)।
১০. রাসুলে পাক ﷺ এর মানে কুফুরী উক্তিকারীদেরকে মুমিন হওয়ার আহ্বান (যন্ত্রস্থ)।